**সার্ক অর্থ মন্ত্রীদের পঞ্চম বৈঠক, উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রূপসী বাংলা হোটেল, ঢাকা, ১৭ মাঘ ১৪১৮, ৩০ জানুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি

সার্ক সদস্যদেশের অর্থ মন্ত্রীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম। a very good morning to you all.

সার্কভুক্ত দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের পঞ্চম বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং মন্দার ফলে আমাদের এই অঞ্চলের সবগুলো দেশই কমবেশি ক্ষতির সম্মুখীন। এমতাবস্থায় সার্ক অর্থমন্ত্রীদের এ বৈঠক অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অর্ধশতাব্দীরও বেশী পূর্বে পারস্পারিক একাত্ববোধ, সহযোগিতা, কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সার্ক গঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো পরস্পরের প্রতিবেশি এ ধারণা থেকে বেরিয়ে সার্কের মধ্যে আজ আমরা আমাদের সকলের মূল্যবোধ, প্রত্যাশা এবং উদ্যোগের সম্ভাবনাময় একটি পরিবারকে দেখতে পাই।

সার্কের প্রতি বাইরের দেশগুলোর অব্যাহত আগ্রহ এই সংস্থার অন্তর্নিহিত শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। তবে দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠন এবং দক্ষিণ এশীয় ধারণার বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জন এখনও অনেকখানি পথ পাড়ি দেওয়ার অপেক্ষায়।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট ভালভাবেই মোকাবিলা করছে। কিন্তু এজন্য আমাদের বেশ চড়া মূল্যও দিতে হচ্ছে। আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। দীর্ঘ সময়ের জন্য অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ নীতিমালা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। সরকারি খাতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে সাম্প্রতিক যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, আমাদের অর্থনীতির উপর তা মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির চাপ ক্রমাগতভাবে বাড়ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের অস্থিরতা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় যাচ্ছে।

এর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলো অব্যাহত রয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সার্ক সদস্য দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ এবং কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন। আঞ্চলিক উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করা প্রয়োজন।

তবে, এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য যাতে বিচ্যুত না হয়, সেজন্য যৌথভাবে আমাদের নীতিমালাকে সমন্বয় করতে হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং সামষ্টিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য এটা দরকার।

ইতঃপূর্বে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে বাণিজ্য সহযোগিতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা এর অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই অর্থ মন্ত্রী এবং অর্থ সচিবদের বর্তমান বৈঠকের বিষয়বস্ত্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

সার্ক অর্থ মন্ত্রীবৃন্দ একটি আন্তঃসরকার বিশেষজ্ঞ দল গঠন করেছেন। ইতোমধ্যে এই বিশেষজ্ঞ দল একীভূতকরণের লাভ-ক্ষতির বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং পূঁজি বাজার উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁরা চিন্তাভাবনা করেছেন। দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন তহবিল পরিচালনার বিষয়েও সার্ক অর্থ মন্ত্রীগণ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক মান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি আনন্দিত যে এটি ঢাকায় স্থাপন করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমন্নয় একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া। এজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে:

* সাফটার অধীনে আমরা কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করেছি। তবে স্পর্শকাতর তালিকা হ্রাস পদ্ধতি কিছুটা মন্থর। প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য সংযুক্ত করে এটাকে ঢেলে সাজাতে হবে।
* কর ও কর-বর্হিভূত বাধাসমূহ দ্রুত অপসারণ করতে হবে।
* বিভিন্ন পণ্যের মান সমতাকরণের প্রক্রিয়া আরও গতিশীল করতে হবে।

আদ্দু শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে তহবিল সরবরাহ ও আন্তঃআঞ্চলিক দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বর্তমানে আমরা বাণিজ্য ও সেবাখাতে উদারীকরণের ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছি।

এজন্য অবশ্যই আন্তঃআঞ্চলিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। একইসাথে এ অঞ্চলের পূঁজি বাজার সম্প্রসারণের ব্যাপারে আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এ সমস্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং একটি দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠনের কথা যখন আমরা বলি, তখন আঞ্চলিক যোগাযোগের গুরুত্বের বিষয়টি উপেক্ষা করার অবকাশ নেই।

আঞ্চলিক যোগাযোগ আমাদের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্যই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এ অঞ্চলের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং জনগণের সামাজিক ও সবধরণের অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আঞ্চলিক সহযোগিতা ও আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য আমাদের আরও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

সম্মানিত মন্ত্রীবৃন্দ,

আমাদের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সদস্য দেশগুলোকে সকল পর্যায়ে উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থ মন্ত্রীগণের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এটা আরও বেশি করে প্রয়োজন। সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিজেদের জ্ঞান এবং সাফল্যের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে আপনারা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

এ অঞ্চলের প্রায় সবগুলো দেশেরই আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ভাল সুনাম রয়েছে। আছে অনেক ফলপ্রসু আর্থিক উপায় উদ্ভাবনের উদাহরণ। আমার বিশ্বাস, আপনাদের এ আলোচনা সার্কভূক্ত দেশগুলোর সার্বিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সার্ক অর্থ মন্ত্রীদের পঞ্চম সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সার্ক দীর্ঘজীবী হোক।

...